ঝিনাইদহে প্রতিবেদন লেখা বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

ঝিনাইদহ এডাব জেলা শাখার আয়োজনে প্রতিবেদন লেখা বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে (১৬-১৮ মে) পর্রন্ত ঝিনাইদহ এইড ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এডাব এর জেলা শাখার আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে এডাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি ও প্রভা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এনামুল কবীর বাবুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ আরা বেগম। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একেএম জসীম উদ্দিন, পরিচালক, এডাব কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।

তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন এডাব রিসোর্স পুল সদস্য সুবিন দত্ত । প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এডাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব ও ডাস-এর নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ।

প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঝিনাইদহ জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও সমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সময়ে তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই তথ্য ও জ্ঞানের কার্যকর আদান-প্রদান সম্ভব হয়। তাই “প্রতিবেদন লেখা”-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ।

তিনি আরও বলেন, এনজিও সমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান এবং সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এডাবের কার্যক্রম প্রশংসনীয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ঝিনাইদহ জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত

করেন। সময়োপযোগী এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য তিনি এডাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন এডাব ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি ও প্রভা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এনামুল কবীর বাবুল। এডাব খুলনা বিভাগের সমন্বয়কারী মোঃ রেজাউল করিম প্রশিক্ষণের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। খুলনা বিভাগের যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার এডাবের সদস্য সংস্থাসমূহ থেকে মোট ২৭টি এনজিও’র প্রতিনিধিগণ এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

দামুড়হুদায় মিটারের রিডিং ইউনিট বেশি লেখায় রোসানলে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মী

দামুড়হুদার বাজার পাড়ায় পল্লী বিদ্যুৎ এর রিডিং ২০ ইউনিট বেশি লেখায় জনগণের রসানলে পড়ে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার। স্থানীয় জনগণ তাকে পুলিশে দেন। পরে দামুড়হুদা পল্লী বিদ্যুৎ এর ইনচার্জ এর জিম্মায় ছেড়ে দেন পুলিশ।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে হেলাল উদ্দীনের ছেলে মনজুরুল কাদের যার মিটার নাম্বার (৯০৭/২৮০৪) প্রকৃতপক্ষে তার বিগত ৩৫৫ ইউনিট ছিল বর্তমান ৩৮৫ ইউনিট আছে। তার বিল হবে পূর্বের তুলনায় বেশি হবে ৩০ ইউনিট। ৩০ ইউনিট বিল না লিখে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার পূর্বের ৩৫৫ ইউনিট থেকে ৪০৫ ইউনিট দেখিয়ে ৫০ ইউনিট’র বিল লিখেছে। তখন বাড়ির মালিক মঞ্জুরুল কাদির বিল যাচাই করে দেখেন ২০ ইউনিট বেশি বিল লিখেছে।

এদিকে একই পাড়ার হুরু মন্ডলের ছেলেদের দীনু মন্ডল যার মিটার নাম্বার ৮৬৫/২৬১০ মিটারটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরও প্রতিমাসে বিল আসছে। এতে করে মোট বিল এসছে ২১৫৮ টাকা। এই ঘটনায় পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকারকে আটকে পুলিশে দেয়

স্থানীয় জনগণ। এই ধরনের ঘটনা অনেকের সাথে ঘটেছে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে কর্তৃপক্ষর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মনজুরুল কাদিরসহ এলাকাবাসিরা বলেন, আমাদের প্রতিনিয়ত বেশি বিল লিখে আমাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। কেন এই প্রতারণা করা হচ্ছে তার সঠিক বিচার চাই। সেই সাথে এই ধরনের ঘটনা পুনরায় যদি ঘটে আমরা সাধারণ মানুষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। তাই গ্রাহকদের বিষয় বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে বিল তৈরি করতে হবে এবং সাধারণ গ্রাহকরা যাতে হয়রানির স্বীকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।

কোটচাঁদপুরে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়ায় দলিল লেখা বন্ধ

কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দলিল লেখক ও সাব-রেজিস্ট্রারের মধ্যে দরকষাকষির একপর্যায়ে ক্ষোভে দলিল লেখা বন্ধ করে দেন দলিল লেখকরা। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম বিপাকে পড়েন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হস্তক্ষেপে ছয় ঘণ্টা পর কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সপ্তাহে দুই দিন জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। সেখানে দায়িত্বে আছেন সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী। বুধবার সকালে তিনি দলিল লেখকদের অফিসে ডাকেন এবং জমি রেজিস্ট্রির অতিরিক্ত টাকা চাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দলিল লেখকদের ওপর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চাপ প্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।

দলিল লেখক সমিতির সভাপতি বদর উদ্দিন জানান, “সকালে সাব-রেজিস্ট্রার আমাদের ডেকে বলেন, ওয়ারিশের জমির দলিলে অতিরিক্ত

টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন অজুহাতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নিতে বলেন। আগে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি ৫ হাজার টাকা নেওয়া হতো, কিন্তু এখন আরও বেশি নেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।”

এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দলিল লেখকরা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা ভুক্তভোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

হরিণদিয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম ও রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের আবুল কালাম আজাদ বলেন, “আমরা জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অফিস থেকে ওয়ারিশ সংক্রান্ত ফি বাবদ ১০ হাজার এবং প্রত্যয়ন ফি বাবদ আরও ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। তবে সাব-রেজিস্ট্রার সরাসরি টাকা নেন না, অফিসের বড় বাবু আবদুল মালেক ও টোটন নামের এক ব্যক্তি টাকা নেন।”

সাব-রেজিস্ট্রার তামিম আহম্মেদ চৌধুরী তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “সকালে দলিল লেখকদের ডেকে জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি একটি বিষয় বলার পর তারা রাজি হননি। পরে আমি তাদের চলে যেতে বললে তারা বাইরে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দলিল লেখা বন্ধ করে দেন। এতে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।”

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অপু কুমার বিশ্বাস জানান, “ওসি স্যার আমাকে জানান, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সমস্যা হচ্ছে। খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক পাই। এখনো পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনিসুল ইসলাম বলেন, “এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাব-রেজিস্ট্রার। এ বিষয়ে তার সঙ্গেই কথা বলুন। আমার কোনো মন্তব্য নেই।”

পরবর্তীতে ইউএনওর মধ্যস্থতায় দলিল লেখকরা আবার দলিল লেখা শুরু করেন, ফলে ছয় ঘণ্টা পর জমি রেজিস্ট্রি কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়।